যুগান্তর

তারিখ ... 22 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... ৫ ...

ছাত্রলীগে পদ পেতে অপরাধীরা তৎপর

মাহমুদুল হাসান নয়ন

- ঈদের পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি
- মোটা অংকের লেনদেনের অভিযোগ

ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে পদ পেতে লবিং-তদবিরে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন নেতাকর্মীরা। বিশেষ করে পদের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে হত্যা মামলার আসামি, মাদক ব্যবসায়ী, চাঁদাবাজ, প্রশ্ন ফাঁসকারী, অপহরণকারী, প্রকাশ্যে অস্ত্রসহ গণমাধ্যমে শিরোনাম হওয়া ব্যক্তিরা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের 'ম্যানেজ' করতে মোটা অংকের অর্থ লেনদেন হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীর। এছাড়া নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কমিটিতে স্থান পেতে জোর তদবির চালাচ্ছেন বেশ কয়েকজন বিবাহিত নেতাকর্মী। ঈদুল আজহার পরপরই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে ছাত্রলীগসংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অভিযোগ আছে, বিভিন্ন সময় এ ছাত্র সংগঠনটি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও এর অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ পাঁচ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনেও ছিল সংগঠনটির সাবেক নেতাদের প্রভাব। পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে স্থান পেতে লবিং-তদবিরে পিছিয়ে আছেন এমন অনেক ত্যাগী নেতাকর্মী অবমূল্যায়িত হতে পারেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। যেহেতু বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে সাবেকদের হস্তক্ষেপে, তাই ভালো কিছু করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ছাত্রলীগের নতুন নেতারা সাবেকদের উপেক্ষা করতে পারবেন না বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

বদিউজ্জামান সোহাগ ও সিদ্দিকী নাজমুল আলমের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে যারা বিভিন্ন অপরাধে বহিষ্কৃত হয়েছেন এমন শতাধিক ব্যক্তি নতুন কমিটিতে পদ-পদবি পেতে জোর লবিং-তদবির শুরু করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর গভীর রাতে ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে নিহত প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান ফারুক হত্যা মামলার আসামি, গেল বছর ঢাবির মুহসিন হলে ইয়াবা ব্যবসার অভিযোগে অভিযুক্ত কয়েক নেতা, চলতি বছরের জানুয়ারিতে শামসুন্নাহার হলে ইয়াবা ব্যবসার অভিযোগে অভিযুক্ত হলের এক শীর্ষ নেত্রী, ঢাবির জগন্নাথ হলে অপহরণের ঘটনায় অভিযুক্ত নেতা, নীলক্ষেত ও পলাশিতে চাঁদাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত স্যার এএফ রহমান হল ও এসএম হলের কয়েকজন নেতা রয়েছেন। এছাড়া কমিটিতে ঢুকতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন প্রশ্ন ফাঁসের দায়ে অভিযুক্ত সাবেক কেন্দ্রীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন কলেজের কয়েকজন নেতা, বিদ্যুৎ ভবনসহ বিভিন্ন স্থানে টেন্ডারবাজির ঘটনায় সরাসরি সংঘর্ষে সম্পৃক্ত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা অপরাধ তৎপর : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

তৎপর : অপরাধীরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিরা। ছাত্রলীগ কর্মীদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় কমিটির পদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পরে 'ধান্ধা' করার জন্যই তারা পদের জন্য ছুটছেন। এক্ষেত্রে সিনিয়র নেতাদের দিয়ে সুপারিশ করাতে অর্থ বিনিময় চলছে বলেও অভিযোগ তাদের। যেখানে ছাত্রলীগ একটি পরিচ্ছন্ন রাজনীতির ধারা তৈরির চেষ্টা করছে, সেখানে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ দেয়া হলে সেই পরিকল্পনা কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী বিবাহিত এবং অনিয়মিতরা ছাত্রলীগের সদস্য হতে পারেন না। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় পদপ্রত্যাশী বেশিরভাগেরই কাগজে-কলমে ছাত্রত্ব থাকলেও বাস্তবে তা নেই। এছাড়া বিয়ে করেছেন এমন বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেতে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাকে বিয়ে করেছেন শামসুন্নাহার হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রওশন নিতুল। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইনের সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার। এছাড়া রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সভাপতি নুসরাত জাহান নূপুরের বিয়ে হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমানের নিজ এলাকায় তার বাড়ি হওয়ায় তিনিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে পারেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। জানতে চাইলে নুসরাত জাহান নূপুর যুগান্তরকে বলেন, 'বিয়ে এখনও হয়নি। কথা চলতেছে, হয়ে যাবে আশা করছি। খুব শিগগিরই করে ফেলব। তিনি বলেন, এছাড়া কোনো মেয়ের যদি বিয়ে হয়েও থাকে, সেটি তার রাজনীতির পথে বাধা হতে পারে না। বরং সবার উচিত তাকে হেল্প করা।'

আরও জানা গেছে, নিজ এলাকায় বিয়ে করে তা গোপন রেখে ঢাকায় এসে অবিবাহিত পরিচয় দিচ্ছেন এমন বেশ কয়েকজন নেতাও কমিটিতে ঢুকতে লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনটিতে সহ-সভাপতি ৪১ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ১০ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক ১০ জনসহ মোট ২৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি সংগঠনটির নেতাকর্মীদের বয়স সর্বোচ্চ ২৯ বছর হতে পারবে। সেই অনুযায়ী বিগত কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এমন নেতাকর্মীদের বর্তমান কমিটিতে পদ পাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ বিগত কমিটিতে সহ-সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পর্যায়ে মাত্র একজনের নির্ধারিত ২৯ বছর বয়স আছে। এছাড়া বিগত কমিটিতে সম্পাদক পর্যায়ে ছিলেন এমন মাত্র ছয়জনের বয়স ২৯ বছরের মধ্যে আছে। সব মিলিয়ে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটি অভিজ্ঞ নেতৃত্ব সংকটে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

২৬ জুলাই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মাধ্যমে সাইফুর রহমান সোহাগ সভাপতি ও এসএম জাকির হোসাইন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় একই সঙ্গে সংগঠনের অন্য তিনটি শীর্ষ পদেও নতুন নেতৃত্বের নাম [illegible] হয়। [illegible] আজিজুল হক রানাকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, আসাদুজ্জামান নাদিমকে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং মোবারক হোসাইনকে সিনিয়র সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। কিন্তু কমিটি গঠনের পর থেকে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কোনো কর্মসূচিতে আজিজুল হক রানাকে দেখা যায়নি। আশংকা করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর বিগত কমিটির মতো এভাবে আরও অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবেন।

এছাড়া বর্তমান কমিটি গঠনের পর থেকেই অতীতে ছাত্রলীগ করেননি এমন অনেকেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ নেয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। এদের অনেকেই ছাত্রদলের নিয়মিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। এমনও পদপ্রত্যাশী পাওয়া গেছে যিনি অতীতে ছাত্রলীগের কোনো পদে ছিলেন না। কিন্তু সরকারের সুবিধাজনক অবস্থানের বিষয়টি চিন্তা করে সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ নেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। সিনিয়র নেতাদের অভিযোগ, এদের ভিড়ে দলের ক্রান্তিকালে যারা মাঠে ছিলেন এমন অনেকেই হারিয়ে যাচ্ছেন রাজনীতি থেকে। মধুর ক্যান্টিনে সামনের টেবিলে বসার ক্ষেত্রে সিনিয়রদের সম্মান করছেন না তারা।

চলছে দিনরাত 'প্রটোকল' : অনুসন্ধানে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় কমিটিতে শীর্ষ পদ পেতে প্রটোকলের নামে তোষামোদ বেড়েছে। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে চলাফেরা করছেন ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক নেতা জানান, তারা সকালে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন। সারা দিন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে থেকে বিকালে বাসায় ফেরেন। সন্ধ্যায় কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, কেউ পিত্রারুতে (রোকেয়া হল সংলগ্ন) নেতাদের 'প্রটোকল' দেন। রাতে রাজধানীর হাতিরপুলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বাসার সামনে যান 'সালাম' দেয়ার জন্য। সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ থাকেন হাতিরপুলের মোতালেব প্লাজার পেছনে মসজিদসংলগ্ন একটি বাসায়। নেতাকর্মীরা প্রটোকল দেয়ার জন্য রাত ১১টার দিকে সেখানে যান। মোতালেব প্লাজার সামনে তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেন। আরও দেখা গেছে, প্রায় প্রতিদিনই রাত ১১টার দিকে পুরো মোতালেব প্লাজার চারপাশ ঘিরে পার্কিং করা হয় শতাধিক মোটরসাইকেল। স্থানীয়রা জানান, এসব মোটরসাইকেল ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক রাত ১১টা থেকে ১২টার দিকে পরীবাগের ব্যাংক এশিয়ার সামনে আসেন। পরে মোটরসাইকেল বহর নিয়ে হাতিরপুলের ১২ শেলটেকের বাসায় যান। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভালো পদ পেতে নেতাকর্মীরা শীর্ষ দুই নেতাকে এভাবে 'প্রটোকল' দেন।

তোষামোদ, চামবাজি ও তেলবাজি : নতুন কমিটি গঠনের পর থেকেই 'নেতার চোখে' ভালো থাকতে বেড়েছে তোষামোদ, চামবাজি ও তেলবাজি। রাজনীতির মাঠ থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সব জায়গাতেই চলছে তোষামোদ। শীর্ষ নেতারা মধুর ক্যান্টিনে এলে মধুর ক্যান্টিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ ছাড়িয়ে লাইনে দাঁড়ান নেতাকর্মীরা। সবাই একে একে হাত মেলাতে থাকেন নেতার সঙ্গে। তবে কয়েকজন নেতা জানান, অনেক সময় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নেতাকর্মীদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তা উপেক্ষা করে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং কোথাও গেলে হাত মেলানোর জন্য লাইনে দাঁড়ান।

ছাত্রলীগের সাবেক কয়েকজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ছাত্রলীগকে ছাত্রলীগের মতো চলতে দেয়া উচিত। সাবেক নেতাদের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে সংগঠন পরিচালনা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া মাঠে বিরোধী সংগঠনগুলো সক্রিয় না থাকার কারণে এ ধরনের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এর থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। এছাড়া আগামী দিন দল মজবুতের জন্য ত্যাগীদের মূল্যায়নের পরামর্শ তাদের।

ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য : এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ যুগান্তরকে বলেন, খুব শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হবে। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। কমিটিতে যারা আসবে তাদের অবশ্যই ছাত্রত্ব থাকতে হবে, বয়স ২৯-এর মধ্যে হতে হবে, অবিবাহিত হতে হবে। আগে যে কোনো অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত (যেমন থানায় মামলা আছে) ছিল এমন কেউ কমিটিতে আসবে না। যারা মাঠে কাজ করেছে, প্রধানমন্ত্রীর 'ভিশন' বাস্তবায়নে কাজ করেছে ও করবে তারাই আসবে। অভিজ্ঞতার বিষয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত ছাত্ররাই ছাত্রলীগ করবে। কমিটিতে সাবেক নেতাদের প্রভাব থাকে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐতিহ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে সদ্য সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বসে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কমিটি গঠন করবে। এক্ষেত্রে সিনিয়র কেউ আমাদের সুপারিশ করেন না। প্রটোকলের ব্যাপারে তিনি বলেন, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আমার কাছে আসে। অনেকেই আমাকে দেখে সম্মান করে কাছে আসে। এটা কোনো প্রটোকল নয়। টাকা লেনদেনের অভিযোগ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কমিটি গঠনে কোনোদিন একপয়সা লেনদেন হয়নি। হবেও না। এ ধরনের একটি অভিযোগও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। আমরা সারা দেশের ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তাই নেতাকর্মীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন করেই পদ দেব।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইন যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কমিটিতে চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত, বিবাহিত কেউ আসতে পারবে না। এজন্যই আমরা একটু সময় নিয়ে যাচাই-বাছাই করে কমিটি চূড়ান্তের কাজ করছি। কমিটিতে ত্যাগী, পরিশ্রমী, মেধাবী ও পরিচ্ছন্নরাই স্থান পাবে। প্রটোকলের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই প্রটোকলকে নিরুৎসাহী করি। তবে নেতাকর্মীরা কোনো কাজে কথা বলতে এলে তো কথা বলতে হয়। আশা করছি পূর্ণাঙ্গ কমিটি হলে এভাবে আর প্রটোকল থাকবে না। কমিটিতে সিনিয়রদের প্রভাবের বিষয়ে তিনি ব[illegible] সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের অনেক অভিজ্ঞতা থাকে। সে কারণে অনেক সময় পরামর্শ নেয়া হয়। এখানে চাপিয়ে দেয়ার কিছু নেই। কমিটি তো আমরাই করব।